যুগান্তর

তারিখ 09 DEC 2006
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৭

মেডিকেলে ভর্তি জটিলতা

প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় রিট আবেদনের পর হযবরল হইয়া পড়িয়াছে সরকারি-বেসরকারি মেডিকেল কলেজে ভর্তির বিষয়টি। ভর্তিচ্ছু ছাত্রছাত্রী, অভিভাবক, কলেজ কর্তৃপক্ষ এবং স্বাস্থ্য অধিদফতর— সকল পক্ষই এখন পড়িয়াছে বিপাকে। সরকারি ১৪টি মেডিকেল কলেজের ভর্তি পরীক্ষা গৃহীত হইলেও প্রশ্নপত্র ফাঁস হইবার অভিযোগ তদন্তাধীন। ইতিমধ্যে বেসরকারি ৩২টি মেডিকেল কলেজ কর্তৃপক্ষও পর্যায়ক্রমে ভর্তি পরীক্ষা লইতেছে। কিন্তু শিক্ষার্থীদের ভর্তি করিতে নিষেধ করিয়াছে অধিদফতর। যুক্তি হিসাবে শিক্ষার্থীদের আর্থিক ক্ষতির বিষয়টির কথা বিবেচনায় রাখিতে বলিয়াছে তাহারা। ফি-বৎসরই মেডিকেল কলেজগুলিতে ভর্তি লইয়া জটিলতার সৃষ্টি হয়। এই বৎসর প্রশ্নপত্র ফাঁস হইবার অভিযোগ উঠিয়াছে। উহা সত্য কী মিথ্যা, তদন্তেই বাহির হইয়া আসিবে। যুগান্তরে প্রকাশিত রিপোর্ট অনুযায়ী তদন্তকারী দল সুনির্দিষ্ট কোন প্রমাণ এখনও পায় নাই। ঘটনা সত্য হউক বা না হউক, ইতিমধ্যে যেটুকু ক্ষতি হইবার তাহা হইয়া গিয়াছে। মেডিকেলে ভর্তিচ্ছু সকল শিক্ষার্থী এমন এক মানসিক চাপের মধ্যে রহিয়াছে যে, উহা নিরসন অতীব জরুরি। তাহার চাইতেও জরুরি হইল এই বৎসর যত শিক্ষার্থী মেডিকেলে পড়াশুনা করিতে চাহে, তাহাদের জন্য পর্যাপ্ত সিট বা আসন। সরকারি ১৪টি মেডিকেলে আসনসংখ্যা ২০৬০টি, বেসরকারি মেডিকেলে ২৬০০টি, মোট ৪ হাজার ৬৬০টি আসন। যাহা ভর্তিচ্ছুদের চাহিদার চাইতে অনেক কম এবং মেডিকেলে পড়িতে ইচ্ছুক শিক্ষার্থীর চাহিদার কথা বিবেচনা না করিয়াই আসনসংখ্যা সীমিত রাখা হইয়াছে। দেশের অধিকাংশ বেসরকারি উদ্যোক্তাই ঢাকায় চালু করিয়াছে কলেজ ও হাসপাতাল, যাহার মূল লক্ষ্য ব্যবসা। ৩২টি বেসরকারি মেডিকেল কলেজের হাসপাতাল, শিক্ষক, যন্ত্রপাতি, অবকাঠামোর সুযোগ-সুবিধা ইত্যাদির অনুপাত বিবেচনা করিয়াও তাহাদের আসন অনুমোদন করা হইয়াছে। আসনসংখ্যা বাড়ানো হইলে আমাদের বিশ্বাস, অনেক শিক্ষার্থী চিকিৎসাবিদ্যায় অধ্যয়নের সুযোগ পাইবে। স্বাস্থ্য অধিদফতরের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ অন্তত বেসরকারি মেডিকেলে আসনসংখ্যা বাড়াইতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সহিত আলোচনা করিয়া সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারে। আমরা বিবেচনা করি, মেডিকেল শিক্ষায় আমাদের প্রাগ্রসর হইবার সুযোগ রহিয়াছে এবং উহার সময় এখনই। তাহা না হইলে ভর্তি লইয়া যেই সংকট ফি-বৎসরই সংঘটিত হইতেছে, উহার নিরসন হইবে না। আরও একটি বিষয় লইয়া ভাবনা রহিয়াছে। তাহা হইল, দেশের আপামর জনগণের দোরগোড়ায় স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছাইয়া দিতে হইলে প্রতিটি জেলা সদরে বেসরকারি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালগুলি গড়িয়া তুলিতে হইবে। শুধু ঢাকাকেন্দ্রিক মেডিকেল কলেজ-হাসপাতাল নহে, নহে শুধু উদ্যোক্তাদের ব্যবসা কেন্দ্র, ঐগুলিকে হইতে হইবে সত্যিকার অর্থে চিকিৎসাবিদ্যার পাদপীঠ। ঢাকার বেসরকারি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালগুলিতে শিক্ষা-ব্যয় অত্যধিক। কোন দরিদ্র পিতা-মাতার পক্ষে সেই ব্যয় বহন করা সম্ভব নহে। এই ব্যাপারে কেন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, মন্ত্রণালয় সজাগ নহে? ধনবান উদ্যোক্তাদের সহায়তা করিয়া আর যাহাই হউক জনকল্যাণ সম্ভব নহে। জনস্বাস্থ্য রক্ষা করিতে হইলে বেসরকারি মেডিকেলের আসনসংখ্যা যেমন বাড়াইতে হইবে, তেমনি টিউশন ফিসহ অন্যান্য ফিও কমাইয়া পুনর্নির্ধারণ করিতে হইবে। শিক্ষার্থী, অভিভাবকসহ সংশ্লিষ্ট সকলে মেডিকেল ভর্তি সংক্রান্ত জটিলতার দ্রুত অবসান চাহে। সরকার বা মহলবিশেষের ব্যর্থতার দায় কেন হাজার হাজার শিক্ষার্থী বহন করিবে? অবিলম্বে মেডিকেলে ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু করা হউক।